যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট ২০১৭
target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

‘পেশা’ হোক আপনার মনের মতো

স্বপন দাস (কেরিয়ার অ্যাডভাইসর)

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ছেলে কিংবা মেয়ে, সকলের জন্যই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একটি জরুরি বিষয়। আর সেই সঙ্গে বেছে নিতে হবে নিজের মনের মতো পছন্দসই একটি পেশা। তাহলে আপনি নিজেই পেশার ক্ষেত্রে আপনার উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন। তবে জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গেও পেশার বিষয়টি জড়িয়ে আছে। পেশার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক কথা নয়। আপনি যে কেরিয়ারটিকেই বাছুন না কেন তার জন্য মাসের শেষে আপনি বেতন পাবেন সেটি সঠিক একটি বিষয়, কিন্তু সব সময় বেতনের কথা মাথায় রেখে আপনি যদি কেরিয়ার বাছেন তাহলে সেটি সঠিক সিদ্ধান্ত না-ও হতে পারে।

কেরিয়ারের ক্ষেত্রে নিজের মনের মতো পেশাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। সেটি আপনার চাকরি হোক বা ব্যবসা। কারণ নিজের মনের মতো জিনিসটি না হলে আপনি জীবনে বেশিদূর এগোতে পারবেন না। অনেক সময় অনেক কারণে আমাদের বিভিন্ন পেশা বেছে নিতে হয়। কিন্তু যে পেশা আমরা শুধু অর্থনৈতিক কারণে বেছে নিই, সেই পেশাকে সঙ্গে নিয়ে বেশিদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সেই পেশার জন্য আপনি আপনার শ্রম, বুদ্ধিমত্তা, উদ্ভাবনী শক্তি কোনও কিছুই ব্যয় করবেন না। শুধু মাসের শেষে বেতনের অপেক্ষা করা ছাড়া এক্ষেত্রে আপনার সেই ধরনের কোনও কাজ নেই। প্রথম প্রথম এই ধরনের পেশা আপনার ভালো লাগলেও, পরে একসময় আপনিই হাঁপিয়ে উঠবেন। আর কর্তৃপক্ষ আপনার থেকে কোনও দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ না পেলে আপনার কেরিয়ারের উন্নতিও হবে না। ব্যবসার ক্ষেত্রেও তাই। এই প্রতিযোগিতার যুগে ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে হলে আপনাকে আপনার কাজটিকে ভালোবাসতে হবে। তবেই আপনার কাজে স্বীকৃতি মেলা সম্ভব।

যে কাজ বা যে পেশা আপনি ভালোবাসেন, সেই কাজটিকে ভালো করে করার জন্য আপনি নিজে থেকেই সেই পেশাটির সম্পর্কে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করবেন। একটু খতিয়ে দেখলে আপনি ভালো করে বুঝতে পারবেন, আপনি ভালোবাসার কাজটি কিন্তু শুধুমাত্র টাকার জন্য করেন না, আপনি সেটি করেন আপনার মনের তাগিদে। তাই সেই কাজটি যখন ভালো হয়, তখন যেমন আপনার ভালো লাগে, আরও ভালো করার চেষ্টা আপনি নিজে থেকে করে থাকেন, ঠিক

তেমনি যদি কাজটিতে তেমনভাবে সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন, তাহলে সেই কাজ করার তাগিদটি আপনাকে অন্তরের ভেতর থেকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান।

ভালো লাগা পেশাটির জন্য আপনার খুব প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রির প্রয়োজন এমন কোনও কথা নেই। শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকলেও এমন অনেক পেশা আছে যার দ্বারা আপনি নিজেকে একটি সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন। কারণ সেই পেশাটি আপনি আপনার মন থেকে করছেন। তাই ভালোলাগার পেশাটির জন্য আপনি আপনার উৎকৃষ্ট সময় ব্যয় করবেন সেটাই স্বাভাবিক। আর এই পেশাটিকে ধরে কাজের ক্ষেত্রে যখন আপনার জীবনে স্বীকৃতি আসবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন, ভালোবাসার পেশাকে নিজের জন্য বেছে আপনি জীবনে কোনও ভুল করেননি, উলটে আপনি আরও পাঁচজন মানুষের জীবনে উদাহরণ হয়ে উঠেছেন।

নিজের পছন্দসই পেশার জন্য আপনি হয়ে উঠুন একজন আবিষ্কারক। সেই সঙ্গে আপনার নিজের ভিতরে থাকা উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগান। পছন্দের কাজের ক্ষেত্রে কে কী বলল, তা না ভেবে আপনি নিজেই হয়ে উঠুন নিজের প্রতিযোগী।

কিছু করে দেখানোর ইচ্ছে থাকাটা জরুরি

সপ্তর্ষি বিশ্বাস (কেরিয়ার গ্রুমার)

কেরিয়ারের জন্য পরিকল্পনা করে এগোনো উচিত। কথাটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি এমন হয়, আপনি জীবনে কেরিয়ারের ক্ষেত্রে কোনও পরিকল্পনা করে উঠতে পারেননি, সেক্ষেত্রে এটি একটি চিন্তার বিষয়। এটা যেমন ঠিক তেমনই সকলেই যে কেরিয়ারের ব্যাপারে চিন্তা করে জীবনে এগোতে পেরেছেন এমন কথাও ঠিক নয়। তবে মনের মধ্যে জেদ, সাহস, কিছু করে দেখানোর ইচ্ছেটা থাকা দরকার। তাহলেই দেখবেন আপনার সামনে অনেকগুলি দরজা খুলে গেছে।

কেরিয়ারের জন্য নিজেকে তৈরি করতে গেলে পরিশ্রম জরুরি। কিন্তু তাই বলে কোনও কিছু না-বুঝে শুধমাত্র মুখ বুজে পরিশ্রম করে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বর্তমান সমাজব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে অর্থাৎ গুছিয়ে নিয়ে এগোনো উচিত।

পরিকল্পনা করে এগিয়ে না থাকলে সরকারি ক্ষেত্র ছেড়ে আপনি বেসরকারি ক্ষেত্রতে চেষ্টা করতে পারেন। সেখানে অনেক ধরনের কাজের সুযোগ রয়েছে। সেলস বা মার্কেটিং ক্ষেত্রেও কাজের সুযোগ রয়েছে। ভালো করে গুছিয়ে কথা বলতে পারলে এই কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সেলসের কাজে খুব বেশি

স্পেশালাইজেশনের দরকার হয় না, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। একজন মাধ্যমিক পাস করা ছেলেমেয়েও সেলসের কাজ করতে পারেন। সাধারণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, মার্জিত ব্যবহার, পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আপনিও নিজে একটি জায়গা করে নিতে পারেন। আর কাজ করতে করতেই আপনি নিজেও কাজ শিখে নিতে পারেন। এছাড়াও রয়েছে ই-কমার্স। কাজের সুযোগও রয়েছে এখানে। আমাজন বা ফ্লিপকার্টের মতো সংস্থা বা এই ধরনের অন্যান্য সংস্থায় অ্যাপসনির্ভর পরিষেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনও জিনিসের অর্ডার দিলে ক্রেতা সেটি হাতে পেয়ে যাচ্ছেন। অ্যাপস থেকে অর্ডার রিসিভ— নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে কেনাবেচার কাজটি সম্পন্ন করা, পণ্যের প্যাকেজিং, কুরিয়ারের মাধ্যমে পণ্যটি ক্রেতার কাছে পাঠানো পুরোটাই নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী হয়। গোটা প্রক্রিয়াটির নানা স্তরে প্রচুর কর্মীর দরকার হয়। রিটেল স্টোর-এর ক্ষেত্রেও প্রচুর কর্মীর প্রয়োজন হয়। রিটেল স্টোর পরিচালনার ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট, সেলস, মার্কেটিং, মার্চেন্ডাইজিংয়ের মতো বিভাগগুলির জন্য প্রচুর লোকের প্রয়োজন হয়।

সমস্ত চাকরির নির্দিষ্ট ধরন-ধারণ রয়েছে। তবে আপনি কোন কাজটির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন, সে সম্পর্কে একটু ভেবে-চিন্তে এগোনো উচিত। এছাড়া যে-কাজটি আপনি করবেন বলে ভাবছেন সেটির সম্পর্কে ভালো করে জ্ঞান অর্জন করে নিন। তাহলে কীভাবে নিজেকে তৈরি করবেন সেটি আপনি নিজেই বুঝে যাবেন। নিজেকে উপযোগী করে নিয়ে তবেই ইন্টারভিউ টেবিলে গিয়ে বসুন।

ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরি হতে গেলে নিজের সাধারণ জ্ঞান তৈরি করুন। কারণ নিজের দক্ষতা, কথাবলার ভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস এছাড়া উদ্ভাবনী শক্তি সব কিছুই কথোপকথনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের

এরপর আটের পাতায়

চার থেকে সাত পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্সে ৩০০ অফিসার নিয়োগ
- দিল্লি সাব-অর্ডিনেটে বিভিন্ন পদে ১৪,৪০৭ নিয়োগ
- নৌবাহিনীতে ৪১৪ গ্র্যাজুয়েটকে ট্রেনিংসহ চাকরি
- সীমান্ত পুলিশে ২১ সাব ইনস্পেক্টর নিয়োগ
- এয়ারফোর্সে স্টোরকিপার ও সুপারিন্টেনডেন্ট নিয়োগ
- ৯টি ব্যাংকে ৩,৫৬২ অফিসার নিয়োগ
- ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী অফিসার পদে কয়েকশো নিয়োগ
- র‍্যালির মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে কয়েকশো তরুণ নিয়োগ
- জাতীয় মহাফেজখানায় সরকারি দলিলপত্র সংরক্ষণের কোর্স
- ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স

তিনের পাতায়

পেশা যখন
ফরেনসিক এক্সপার্ট

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট ২০১৭

কেরিয়ার অ্যাডভাইস

চাকরির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে পালটে দিয়েছে ‘গুগল’

গুগলে চাকরি পাওয়া অনেক মানুষেরই স্বপ্ন থাকে। তবে সেই সঙ্গে মনে প্রশ্ন থাকে গুগলে চাকরি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার আর তার সঙ্গে থাকতে হবে দারুণ বা এক কথায় ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট। তবে চাকরির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে উলটে দিয়েছে গুগল। গুগল মনে করে, আপনি কতটুকু জানেন এবং আপনার জানার পরিধি কাজে লাগিয়ে কী করতে পারেন, বর্তমান বিশ্ব সেই বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেবে। সেই সঙ্গে প্রার্থীর মধ্যে থাকতে হবে নম্রতা, বিনয়ী মনোভাব, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, সর্বোপরি একে অপরকে সহযোগিতা করার স্বভাব।

সম্প্রতি একটি সূত্র থেকে উঠে এসেছে গুগলে চাকরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রির থেকেও বেশি প্রয়োজন অন্য কিছু। আর সেটি গুগলে চাকরি পেতে গণিত ও কম্পিউটিং, বিশেষ করে কোড লেখার দক্ষতা জরুরি।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি চাকরির ক্ষেত্রে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু গুগল ওই ধরনের কোনও ডিগ্রিকে প্রাধান্য দেওয়ার থেকে বেশি মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ও সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। আর এই কারণে প্রচলিত শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়া গুগলকর্মীর সংখ্যা বাড়ছে। গুগলের কিছু কিছু টিমে ১৪ শতাংশ কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক কোনও ডিগ্রি নেই।

গুগল বিশ্বাস করে, পরীক্ষায় কেউ ভালো ফল করলে বা ভালো গ্রেড পেলে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু যদি কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষায় ভালো গ্রেড অর্জন করে এবং সত্যিকারের দক্ষতা দেখাতে পারে, তারা গুগলে চাকরির জন্য অবশ্যই আবেদন করতে পারে। গণিত আর কোড— এ দুটি দক্ষতা চাকরিপ্রার্থীর জন্য একটা বাড়তি সুবিধা করে দিতে পারে। তবে এ দুটির বাইরে গুগলে চাকরি পেতে আরও অনেক দক্ষতাই অর্জন করতে হবে।

গুগলে চাকরির জন্য পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদি চাকরির পদটি কোনও কারিগরি বিষয় হয়, তবে জোর দেওয়া হয় কোডিং দক্ষতার ওপর। গুগলে চাকরির প্রায় অর্ধেকই অবশ্য কারিগরি শ্রেণীতেই পড়ে। প্রতিটি চাকরির ক্ষেত্রেই যে মূল বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয় তা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানের দক্ষতা। এ বিষয়টিকে আইকিউয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। এখানে সাধারণ জ্ঞান বলতে বোঝানো হচ্ছে, কোনও বিষয়ে শেখার দক্ষতা, দ্রুত শেখার ক্ষমতা এবং তা কাজে লাগানোর ক্ষমতা।

এই দক্ষতা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা। গুগলে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় আচরণগত এই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সেইসঙ্গে গুগলে চাকরি পেতে হলে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে নেতৃত্বগুণ। প্রচলিত নেতৃত্বের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সমস্যা সমাধান করার নেতৃত্ব গুণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, গুগলের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ-এর ধরন বা প্রার্থীর গুণগত মান বিচার করার পদ্ধতি আলাদা। কোনও প্রতিষ্ঠানে আপনি কত দ্রুততার সঙ্গে সেই পদে উন্নীত হয়েছেন, গুগল সে বিষয়টি দেখে না, বরং প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনার টিমকে আপনি কতটা সমর্থন করেছেন সেটি বিচার্য বিষয়। সমস্যায় পড়লে নেতৃত্বগুণে সমাধান করার বিষয়টি বিবেচনা করে গুগল। সমস্যা জটিল হলে আপনার ভূমিকা কী হয়, সেই বিষয়টিও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

আরও দুটি ভালো গুণ অর্জন করা জরুরি। এর একটি হচ্ছে নম্রতা আর অন্যটি কোনও জিনিসকে দ্রুত নিজের করে নেওয়ার ক্ষমতা।

গুগলে উগ্র স্বভাবের মানুষের চাকরি পাওয়া কঠিন। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের কাজকে নিজের কাজ বলে ভাবতে হবে, নিজের প্রতিষ্ঠান ভাবতে হবে। কোনও কিছুতেই রেগে যাওয়া চলবে না। কোনও কাজ নিজে সমাধান করতে না পারলে ভদ্রভাবে অন্যকে তা ছেড়ে দিতে হবে। অন্যদের ভালো পরামর্শগুলো গ্রহণ করতে হবে। গুগল সব সময় কাজের শেষে কী অর্জন করা হল, সে বিষয়টি দেখে। কীভাবে একত্রে বা দলগতভাবে সমস্যার সমাধান করা যাবে, সেই বিষয়টিকেই গুগল গুরুত্ব দেয়।

গুগলের কর্মীর দায়িত্ব হল নিজের কাজটুকু ঠিকভাবে করা এবং অন্যের জন্য তার কাজের সুযোগ করে দেওয়া।

গুগল মনে করে, অন্যকে কাজের সুযোগ করে দেওয়া নয়, বরং এটিকে বলা চলে বুদ্ধিবৃত্তিক নম্রতা। এই নম্রতা বা অন্যকে সম্মান দেখানোর মানসিকতা তৈরি না হলে কর্মীদের পক্ষে নতুন কিছু শেখা সম্ভব নয়।

অধিকাংশ সফল ও মেধাবীর ক্ষেত্রে ব্যর্থতার হার খুব কম থাকে, তাই তারা ব্যর্থতার থেকে কীভাবে শিক্ষা নিতে হয়, সেই বিষয়টিই শিখতে পারে না।

শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা অধিকতর ভালো ফল নিয়ে গুগলে চাকরির জন্য আসেন, তাঁরা অনেকেই নিজের গুণের পরিচয় দিতে ভুল করে বসেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁরা নিজেদের গুণ জাহির করতেই ব্যস্ত।

যখন তাঁদের কাছ থেকে ভালো কিছু ফল পাওয়া যায়, তাঁরা গর্ব করে বলে বসেন, আমি অসাধারণ বলেই এটি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আবার যখন তাঁরা খারাপ করেন, কিছুতেই এর দায় নিতে চান না তাঁরা।

গুগলে চাকরি পাওয়ার জন্য যেসব পরীক্ষায় অধিকতর ভালো ফলাফল করা প্রার্থীরা আবেদন করেন, তাঁরা নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে অহেতুক তর্ক করেন। তাঁরা নিজেদের যুক্তি থেকে একচুলও নড়তে চান না। তাঁদের সামনে নতুন তথ্য উপস্থাপন করা হলে তখন তাঁরা হয়তো মেনে নেন। তাই গুগলে চাকরি পেতে হলে একজন মানুষের মধ্যে প্রয়োজনে ছোট হওয়া বা প্রয়োজনে বড় হওয়া— দুটি গুণই থাকতে হবে।

গুগলে চাকরি পাওয়ার জন্য আরেকটি দক্ষতা থাকতে হবে, আর তা হচ্ছে কোনও কাজের ওপর ন্যূনতম অভিজ্ঞতা। সেই ধরনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউকে কাজে নেওয়া হলে তাঁর শেখার আগ্রহ, যোগাযোগ দক্ষতা, নেতৃত্ব দেওয়ার আগ্রহ থাকে।

কারণ গুগল মানুষের মেধাকে গুরুত্ব দেয়। মানুষের মেধা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং এই মেধাকে প্রচলিত ধারার বাইরেও নানাভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাই চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকারী হিসাবে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাকে শুধু নামকরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে চেয়ে থাকলেই হবে না। কারণ, স্কুল থেকে ড্রপআউট হওয়া অনেক মানুষই তাঁদের পথ খুঁজে নিয়ে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যদিও তাঁরা ব্যতিক্রম হিসাবে বিবেচিত হন। এই ব্যতিক্রমী মানুষদের খুঁজে বের করাই গুগলের কাজ।

গুগল যে কাজটি করে তা হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষার বাইরের মেধাগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। যদিও অধিকাংশ তরুণ এখন স্কুল-কলেজের শিক্ষা নিতে যাচ্ছেন, তার পরও তাঁদের প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কেরিয়ার গড়তে যে বিষয়গুলো কাজে লাগবে তা শেখাটাই মূল বিষয়।

বর্তমান উদ্ভাবনী বিশ্বে নেতৃত্ব, নম্রতা, সহযোগিতা ও সহজে গ্রহণ করা, শিখতে ভালো এবং বারবার শিখতে চাওয়ার মতো দক্ষতাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আর এ বিষয়গুলো শুধু গুগলে চাকরি পেতেই নয়, যেখানেই কাজ করতে যান না কেন, সেখানেই কাজে লাগবে।

সুমিত হাজরা

ব্যবসায় কেরিয়ার

ব্যবসার পরিকল্পনা রূপায়ণ করবেন কীভাবে

গত সপ্তাহের পর

আপনার পণ্য বা সেবার এই অধ্যায়ে যা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আপনার পণ্য বা সেবার সুনির্দিষ্ট সুবিধাসমূহ ক্রেতাদের চাহিদার আলোকে সংযুক্ত করুন। ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য আপনার পণ্য বা সেবার সক্ষমতা, যে কোনও অতিরিক্ত সুবিধা এবং পণ্যের বর্তমান উন্নয়নের ধারা (যেমন— ধারণা, মূলরূপ) ইত্যাদি বিষয়গুলো আপনার বর্ণনা করা উচিত।

আপনার পণ্যের জীবনচক্রের বা উপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা

আপনার পণ্যের উপাদন প্রক্রিয়া কোথায় হচ্ছে এর পাশাপাশি যেসব উপাদান এই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে সেই তথ্যসমূহ নিশ্চিতভবে অর্ন্তভুক্ত করুন।

সুনাম

যদি আপনার বিদ্যমান, অমীমাংসিত অথবা কোনও প্রত্যাশিত কপিরাইট অথবা স্বত্বাধিকার থেকে থাকে তাহলে তাদের একটি তালিকা তৈরি করুন। এছাড়াও পণ্যের যে কোনও একটি প্রধান দিক যা বাণিজ্যিক গোপনীয়তা হিসাবে স্বীকৃত তা প্রকাশ করুন। সবশেষে, বিদ্যমান আইন চুক্তি সমূহের সঙ্গে যে কোনও তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন যেমন— গোপনীয়তা চুক্তি অথবা অপ্রতিদ্বন্দ্বীতা চুক্তি।

গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কার্যাবলি (আর অ্যান্ড ডি)

কোনও গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যাদি যাতে আপনি অন্তর্ভুক্ত আছেন কিংবা ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত থাকার পরিকল্পনা করছেন তা আলোকপাত করুন।

আপনার বাজার বিশ্লেষণ

একটি সফল ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য আপনাকে আপনার ক্রেতা, প্রতিযোগী এবং শিল্প সর্ম্পকে জানতে হবে। বাজার গবেষণা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যা আপনাকে বাজারে কোন পণ্য বা সেবাগুলো চাহিদাপূর্ণ এবং কীভাবে পণ্য বা সেবাকে প্রতিযোগিতামূলক করা যায় তা বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও বাজার গবেষণা আপনাকে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে সাহায্য করতে পারে।

যেমন— ব্যবসায়ে ঝুঁকি কমাতে পারে

আপনার শিল্পের চলমান এবং আসন্ন সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারে

বিক্রয় সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে পারে

কীভাবে বাজার গবেষণা পরিচালনা করবেন

আপনার ব্যবসা শুরু করার পূর্বে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে বাজার গবেষণার মৌলিক বিষয়গুলো বুঝুন।

১. বাজার এবং শিল্পের সরকারি উৎসের তথ্য চিহ্নিত করা

সরকার ব্যবসা, শিল্প এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সর্ম্পকে একটি তথ্যভাণ্ডার সরবরাহ করে থাকে যা বাজার গবেষণায় সহায়ক হতে পারে। এই উৎসগুলো আপনাকে ক্রেতা এবং প্রতিযোগীদের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য সরবরাহ করে।

২. বিশ্লেষণের অতিরিক্ত উৎস খুঁজে বের করা

বাণিজ্যিক দল, ব্যবসায়িক ম্যাগাজিন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য তৃতীয় পক্ষসমূহ ব্যবসায়িক গতিধারা সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং গবেষণা করে থাকে। আপনার অবস্থান এবং শিল্প সর্ম্পকে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ইন্টারনেট এবং তথ্যপুঞ্জ ব্যবহার করুন।

৩. আন্তর্জাতিক বাজারকে বুঝতে হবে

আজকের অর্থনীতি হচ্ছে একটি বৈশ্বিক বাজার। সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিসমূহ বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা আপনার ব্যবসাকে প্রভাবিত করবে। পণ্য বা সেবার জন্য সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণায় এই উৎসগুলো আপনাকে সাহায্য করবে। (শেষ)

৩
target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট ২০১৭

পেশা যখন ফরেনসিক এক্সপার্ট

ফরেনসিক সায়েন্স আসলে একটি অ্যাপ্লিকেশন সায়েন্স, যেখানে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্স ব্যবহার করে, সিভিল এবং ক্রিমিন্যাল ল-এর নানারকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

যদিও ফরেনসিক সায়েন্সের অধিকাংশই মেডিক্যাল সায়েন্স নির্ভর, তবু তার সঙ্গে থাকে ফরেনসিক অ্যানথ্রোপোলজি, আর্কিওলজি, বায়োলজি, এন্টোমোলজি, জিওলজি, মেটিওরলজি, ওডোন্টোলজি, প্যাথোলজি, টক্সিকোলজি এবং ক্রিমিন্যালিস্টিক্স। এগুলোর ভিতরে ক্রিমিন্যালিস্টিক্স আবার নিজেই একটি বিরাট বিষয়, এর মধ্যে একটি ক্রাইম সিনে পাওয়া যাবতীয় সূত্রের অ্যানালিসিসের বৈজ্ঞানিক উপায় শেখানো হয়।

সাধারণভাবে ফরেনসিক বিজ্ঞানীদের গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে কাজ করতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ক্রিমিনাল বা সিভিল কেসে ফরেনসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া এক পা-ও এগোতে পারে না আধুনিক তদন্তপদ্ধতি। বিভিন্ন ক্রাইম সিন থেকে নানারকম নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে কোর্টে অন্যতম প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরাই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের অন্যতম কাজ। সিভিল কেসের ক্ষেত্রেও, পথ দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড— সবেতেই ঘটনাস্থল পরীক্ষা করার জন্য উপস্থিত থাকতেই হয় ফরেনসিক এক্সপার্টদের। ফরেনসিক সায়েন্সের স্পেশ্যালাইজেশনের উপর নির্ভর করে পেশাদার জীবনে কাজের ধরন। ফরেনসিক সায়েন্সের পেশায় কাজের ধরন প্রধানত তিন ধরনের— মেডিক্যাল, ল্যাবরেটরি এবং ফিল্ড ওয়ার্ক।

মেডিক্যাল ক্যাটেগরিতে যারা কাজ করে, তাদের একটি নির্দিষ্ট কাজই হল ময়নাতদন্ত বা পোস্টমর্টেম। ক্রাইম ল্যাবের সঙ্গে যে মর্গ থাকে, সেখানে এদের কাজ করতে হয়। মৃতদেহ পরীক্ষা করে মৃত্যুর সময়, তারিখ, মৃত্যুর কারণ, মৃতদেহে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে কি না ইত্যাদি বের করাই এই ধরনের ফরেনসিক বিজ্ঞানীদের কাজ। ল্যাবরেটরিতে ফরেনসিক এক্সপার্টদের সাধারণত নানারকম এভিডেন্স পরীক্ষা করতে হয়। শরীরের কোনও অংশ, আঙুলের ছাপ, সই এবং অন্যান্য প্রমাণগুলোকে বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করে আদালতে পেশ করা হয়।

ল্যাবরেটরিতে সায়েন্টিস্টরা যেসব জিনিস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, সেগুলো সংগ্রহ করে আনে ফিল্ড সায়েন্টিস্টরা। অপরাধ বা দুর্ঘটনাস্থল থেকে নানারকম সূত্র বা ক্লু সংগ্রহ করে নিয়ে আসাই এদের কাজ। এদের কাজটি সবচেয়ে পরিশ্রমের এবং ঝুঁকির।

ফরেনসিক সায়েন্স কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের পড়াশোনা নয়, এতে অনেকগুলো বিষয়ের পড়াশোনা একসঙ্গে প্রয়োজন হয়। ফরেনসিক সায়েন্সের উপর কেউ স্পেশ্যালাইজেশন করলে তাকে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আর্কিওলজি, বায়োলজি, ইকনমিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, এপিস্টেমোলজি, লিঙ্গুইস্টিক্স, সাইকোলজি, সাইকিয়াট্রি, সেরোলজি, অ্যানথ্রোপোলজি এবং কম্পিউটার টেকনোলজি নিয়েও পড়তে হয়।

ফরেনসিক সায়েন্স নিয়ে পেশা আর পাঁচটা সাধারণ চাকরির মতো নয়। এখানে কাজে উন্নতি করার জন্য নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিতে হয়। সাধারণ কাজের মধ্য দিয়েই যদি নিজের কর্মদক্ষতা বারবার প্রমাণ করা যায়, তখনই তার জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বরাদ্দ হয় এবং এইভাবেই কাজের উন্নতি হয়। ফিল্ড ওয়ার্কের বদলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফরেনসিক সায়েন্স পড়ানোর কাজে অংশগ্রহণ করা যায়।

ফরেনসিক সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনার পর প্রথমে চাকরিপ্রার্থীরা সরকারি প্রতিষ্ঠানেই আবেদন করতে পারেন। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি), দ্য সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) এবং এই ধরনের অন্যান্য ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন দফতর এবং ল' এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। প্রধানত এইসব প্রতিষ্ঠানেই চাকরির জন্য আবেদন করা যেতে পারে।

যে যে বিষয়ে স্পেশ্যালাইজ করা যায়

ফরেনসিক সায়েন্সের উচ্চশিক্ষায় যে যে বিষয় স্পেশ্যালাইজেশনের সুযোগ থাকে:

ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশন: অপরাধস্থল বা দুর্ঘটনাস্থল খুঁটিয়ে পযর্বেক্ষণ করে সেখান থেকে জরুরি এভিডেন্স সংগ্রহ করতে হয়। এই বিষয়ে স্পেশ্যালাইজ করার জন্য অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিষয়ে ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যায়।

ফরেনসিক প্যাথোলজি/মেডিসিন: কোনও মৃত্যুকে অস্বাভাবিক হিসাবে সন্দেহ করা হলে, তাদের শরীর পরীক্ষা করে মৃত্যুর কারণ খুঁজে বার করা এই বিভাগের কাজ। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেও মৃত্যুর সময় এবং কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে এই বিভাগের সহায়তা নিতে হয়। এই বিষয়ে স্পেশ্যালাইজ করতে হলে ফরেনসিক প্যাথোলজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকা জরুরি। এমবিবিএস ডিগ্রি এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকলেও এই বিষয়ে স্পেশ্যালাইজ করা যায়।

ফরেনসিক অ্যানথ্রোপোলজি: কোনও বড় দুর্ঘটনা, বিস্ফোরণ বা ভূমিকম্পের ফলে গণমৃত্যু হলে মৃতদেহ শনাক্তকরণ বা অন্যান্য কারণে স্কেলিটাল অ্যানাটমির যে গভীর জ্ঞান দরকার হয়, তাই পড়ানো হয় এই বিভাগে। অ্যানাটমি এবং অস্টিওলজি মেজরসহ অ্যানথ্রোপলজিতে ডক্টরেট বা এমবিবিএস ডিগ্রি থাকলে এই বিষয়ে স্পেশ্যালাইজ করা যায়।

ফরেনসিক সাইকোলজি এবং সাইকিয়াট্রি: সম্ভাব্য অপরাধী বা সন্দেহভাজনদের প্রোফাইল স্টাডি করা এবং তদন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে নানারকম সাহায্য করা এদের কাজ। সাইকোলজি বা সাইকায়াট্রিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা এমবিবিএস ডিগ্রি থাকা এই বিষয়ে স্পেশ্যালাইজড করার জন্য দরকার।

ফরেনসিক ডেন্টিস্ট্রি (ওডন্টোলজি): কঙ্কালের ডেন্টাল রেকর্ড থেকেও অনেক কিছু বুঝতে পারেন দন্তবিশেষজ্ঞরা। ভিকটিমের দাঁতের ধরন বিশ্লেষণ করাই শুধু নয়, সম্ভাব্য অপরাধী বা অভিযুক্তর গায়ে কোথাও যদি কোনও দাঁতের কামড়ের দাগ থাকে, সেটাও মিলিয়ে দেখা হয়। দাঁতের ধরন থেকে মাথার খুলির গঠনও আন্দাজ করতে পারেন বিশেষজ্ঞরা। ডেন্টিস্ট্রি নিয়ে ডিগ্রি বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা এই বিষয়ে স্পেশ্যালাইজ করার জন্য দরকার হয়।

ক্লিনিক্যাল ফরেনসিক মেডিসিন: সন্দেহভাজনরা আহত কি না, তাদের চোট আঘাত কী কারণে লেগেছে, এই সব বিচার করা অপরাধের তদন্ত করার অন্যতম অঙ্গ। এর জন্যও ডাক্তারির ডিগ্রি দরকার হয়।

ফরেনসিক কেমিস্ট: ড্রাগ অ্যাডিকশন বা নিষিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার ফলে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়, সেইসব ড্রাগ অ্যানালিসিস করা, বন্দুকের বুলেট বা বিস্ফোরকের অংশ, অপরাধের স্থলে পাওয়া গ্লাস পলিমার বা ফাইবারজাতীয় বিভিন্ন বস্তুর অ্যানালিসিসের কাজ করে এরা। কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা এবং ডিগ্রি থাকতে হয়, বিশেষ করে, অ্যানালিটিক্যাল, অ্যাপ্লায়েড এবং ফরেনসিক কেমিস্ট্রি নিয়ে স্পেশ্যালাইজ করা থাকলে সুবিধে হয়।

ব্যালিস্টিক্স: বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়, সেগুলো এদের তদন্তের কাজে প্রয়োজন হয়। এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ এবং ডিপ্লোমা কোর্সের দরকার হয়।

টক্সিকোলজি: নিষিদ্ধ ড্রাগ বা বিষক্রিয়া সংক্রান্ত কোনও দুর্ঘটনা হলে সেগুলো বিশ্লেষণ করে এই বিভাগের পেশাদাররা। কেমিস্ট্রি বা বায়োকেমিস্ট্রিতে ডিগ্রি থাকলে এই বিষয়ে স্পেশ্যালাইজ করার অগ্রাধিকার পাওয়া যায়।

ফরেনসিক ইঞ্জিনিয়ারিং: বিভিন্ন ধরনের পথ দুর্ঘটনা এবং অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে তদন্ত করার জন্য এই বিভাগের প্রয়োজন হয়। এই বিভাগে স্পেশ্যালাইজ করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি থাকতে হয়।

এছাড়াও যে যে বিষয়ে স্পেশ্যালাইজ করা যায়, সেগুলো হল— এন্টোমোলজি (ঘটনাস্থলে উপস্থিত কীটপতঙ্গের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা), ফরেনসিক সেরোলজি (রক্ত এবং অন্যান্য শারীরিক তরল নিয়ে পরীক্ষা), ডাক্টাইলোস্কোপি (ফিঙ্গারপ্রিন্ট), ফরেনসিক লিঙ্গুইস্টিক্স (বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম বিশ্লেষণ করা), ফরেনসিক ফোটোগ্রাফি (যাঁরা ক্রাইম সিনের সমস্ত ফোটোগ্রাফ তোলেন), ফরেনসিক স্কেচিং অ্যান্ড স্কাল্পটিং (প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনে অপরাধীর ছবি আঁকা), সাইটোলজি (বুলেট পরীক্ষা করা) এবং জিওলজি (ঘটনাস্থলের মাটি এবং পাথরের নমুনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা)।

কোথায় পড়ানো হয়:

সেন্ট্রাল ফরেনসিক ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্স ৩০ গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা-৭০০০১৪ ওয়েবসাইট: www.iafskol.org ই-মেল: mailacademy@iafskol.org

সেন্ট্রাল ফরেনসিক ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্স সেক্টর ৩৬এ, চণ্ডীগড়-১৬০০৩৬

সেন্ট্রাল ফরেনসিক ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্স রামনাথপুর, হায়দরাবাদ-৫০০০১৩

সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি আন্না ইউনিভার্সিটি চেন্নাই-৬০০০২৫ ওয়েবসাইট: www.annauniv.edu

আইএফএস এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আইএফএস, অফিস নং ৫১ চতুর্থ তল, বি উইং কে কে মার্কেট, ধানাকাওয়াড়ি পুনে-৪১১০৪৩, মহারাষ্ট্র।

প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন পেশার হালহদিশ, যা আপনাকে কেরিয়ার গড়তে সাহায্য করবে। পড়তে থাকুন টার্গেট@কেরিয়ার

ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্সে ৩০০ অফিসার নিয়োগ

জেনারেলিস্ট, অ্যাকাউন্টস, লিগাল, অ্যাকচুয়ারিস, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার ও মেডিক্যাল অফিসার ডিসিপ্লিনে ৩০০ জন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ (স্কেল ওয়ান) নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের ওরিয়েন্টাল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। একজন প্রার্থী একটিমাত্র ডিসিপ্লিনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

শূন্যপদ: মোট শূন্যপদ ৩০০ (তফসিলি জাতি ৪৪, তফসিলি উপজাতি ২১, ওবিসি ৭৭, সাধারণ ১৫৮।)। এই শূন্যপদের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষণ থাকবে নিয়মানুসারে।

ডিসিপ্লিন অনুযায়ী শূন্যপদের বিন্যাস: অ্যাকাউন্টস: শূন্যপদ ২০। অ্যাকচুয়ারিস: শূন্যপদ ২। জেনারেলিস্ট: শূন্যপদ ২২৩। লিগাল: শূন্যপদ ৩০। অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার: শূন্যপদ ১৫। মেডিক্যাল অফিসার: ১০।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টস: কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬০% নিয়ে এমকম (তফসিলিদের ৫৫%) অথবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অথবা কস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট অথবা ৬০% নম্বর নিয়ে এমবিএ (ফিনান্স) (তফসিলিদের ৫৫%)।

অ্যাকচুয়ারিস: কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬০% নম্বর নিয়ে (তফসিলিদের ৫৫%) যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট এবং ইনস্টিটিউট অব অ্যাকচুয়ারিস অব ইন্ডিয়া বা ইনস্টিটিউট অব ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড অ্যাকচুয়ারি থেকে ৪ অ্যাকচুয়ারি পেপার পাস।

ইঞ্জিনিয়ার (অটোমোবাইল): কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম ৬০% নম্বর নিয়ে (তফসিলিদের ৫৫%) ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গ্র্যাজুয়েট/পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, সঙ্গে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং একটি বিষয় হিসাবে থাকতে হবে।

লিগ্যাল: কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম ৬০% নম্বর নিয়ে (তফসিলিদের ৫৫%) ল' গ্র্যাজুয়েট।

মেডিক্যাল অফিসার: এমবিবিএস।

জেনারেলিস্ট: কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬০% নম্বর নিয়ে (তফসিলিদের ৫৫%) যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ইউজিসি বা এআইসিটিই স্বীকৃত হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পূর্ণ হয়ে থাকতে হবে ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখের মধ্যে।

বয়সসীমা: ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়ম অনুসারে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ছাড় পাবেন।

বেতন: ৩২,৭৯৫-৬২,৩১৫ টাকা। বেসিক পে ৩২,৭৯৫ টাকা।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: ২ ভাগে অনলাইন পরীক্ষা হবে ও তাতে সফল হলে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরসহ সারা দেশেই পরীক্ষাকেন্দ্র থাকবে। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন www.orientalinsurance.org.in এই ওয়েবসাইটে। অবজেকটিভ পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। অনলাইন টেস্টের জন্য কললেটার সময়মতো ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে। নিযুক্ত হলে প্রথমে এক বছরের প্রোবেশন পিরিয়ড। অনলাইন পরীক্ষার সময় কললেটার, সচিত্র পরিচয়পত্রের ফোটোকপি সহ অরিজিনালগুলি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ইন্টারভিউয়ের সময় কললেটার, জন্মতারিখের প্রমাণপত্র, সচিত্র পরিচয়পত্র, অনলাইনে পূরণ করা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের প্রিন্টআউট, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট ও অন্যান্য জরুরি নথিপত্রের ফোটোকপি সহ অরিজিনালগুলি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

তফসিলি জাতি/উপজাতি ও ওবিসি প্রার্থীদের জন্য প্রি-এগজামিনেশন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

আবেদনের ফি: আবেদনের ফি-বাবদ ৬০০ টাকা দিতে হবে। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের আবেদন ফি দিতে হবে না, শুধুমাত্র ইন্টিমেশন চার্জ বাবদ ১০০ টাকা দিতে হবে। ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ক্যাশ কার্ড/মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে আবেদনের ফি দেওয়া যাবে। ট্র্যান্জাকশন সম্পূর্ণ হলে একটি ই-রিসিপ্ট পাওয়া যাবে। ই-রিসিপ্টের একটি প্রিন্টআউট নিতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি: অনলাইন আবেদন করতে হবে orientalinsurance.org.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। ওয়েবসাইটে গিয়ে ' APPLY ONLINE' লিংক, সেখান থেকে 'Click here for New Registration ' লিংকে ক্লিক করে নাম, যোগাযোগ নম্বর ও ই-মেল আইডি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। সেই নম্বর ও পাসওয়ার্ড লিখে রাখতে হবে, পরে কাজে লাগবে। বৈধ ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর থাকতে হবে। সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করে রাখতে হবে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করার সময় ছবি ও স্বাক্ষর নির্দিষ্ট স্থানে আপলোড করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করা হয়ে গেলে ফাইনাল সাবমিট বাটনে ক্লিক করতে হবে। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য জানা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর।

দিল্লি সাব-অর্ডিনেটে বিভিন্ন পদে ১৪,৪০৭ নিয়োগ

দিল্লি সাব-অর্ডিনেটে ১৪৪০৭ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল, মেকানিক্যাল), পাটওয়াড়ি, লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্পেশ্যাল এডুকেটর, প্রাইমারি টিচার, স্পেশ্যাল এডুকেশন টিচার, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার (নার্সারি, প্রাইমারি), ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার, ড্রয়িং টিচার, ডোমেস্টিক সায়েন্স টিচার, পিজিটি হোম সায়েন্স, পিজিটি ফিজিক্যাল এডুকেশন, পিজিটি (ফাইন আর্টস, মিউজিক, বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, কমার্স, ইকোনমিক্স, ইংলিশ, হিন্দি, হিস্ট্রি, পলিটিকাল সায়েন্স, সংস্কৃত, জিওগ্রাফি, ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, পঞ্জাবি, উর্দু, এগ্রিকালচারাল, সোশিওলজি), টিজিটি (ইংলিশ, ম্যাথমেটিক্স, ন্যাচারাল সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স, বাংলা, হিন্দি, পঞ্জাবি, সংস্কৃত, উর্দু), এডুকেশনাল অ্যান্ড ভোকেশনাল গাইডেন্স কাউন্সিলর ও মিউজিক টিচার নিয়োগ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি নম্বর: ০২/১৭।

শিক্ষাগত যোগ্যতা, বেতন, বয়সসীমা: পোস্ট কোড ১১/১৭: কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪২০০ টাকা। বয়সসীমা: ১৮ থেকে ২৭ বছর।

পোস্ট কোড ১২/১৭: কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিকাল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। বয়সসীমা: ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড: ১৩/১৭: কোনও স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১০+২ পাস। সঙ্গে ম্যাথমেটিক্স একটি বিষয় হিসাবে থাকতে হবে। এবং সরকার স্বীকৃত কোনও ইনস্টিটিউট থেকে এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে টুল স্টেশন মেথড সার্ভেতে এক বছরের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। বেতন: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,০০০ টাকা। বয়স: ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ১৪/১৭: কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে যে কোনও বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি সঙ্গে ল'তে ব্যাচেলর অথবা কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে পাঁচ বছরের ইন্টিগ্রেটেড গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। কোনও সরকারি দফতরে লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার হিসাবে বা আইনের কাজে দু'বছরের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা, গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ১৫/১৭: কোনও স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট থেকে সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট বা সমতুল পাস। রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া স্বীকৃত স্পেশ্যাল এডুকেশনে দু-বছরের ডিপ্লোমা। সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন পরিচালিত সেন্ট্রাল টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট পাস। বেতন: পে ব্যান্ড টু অনুযায়ী ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

পোস্ট কোড ১৬/১৭: কোনও স্বীকৃত বোর্ড বা ইনস্টিটিউট থেকে সিনিয়র সেকেন্ডারি বা ইন্টারমিডিয়েট বা সমতুল। এলিমেন্টারি টিচার এডুকেশন কোর্স/জুনিয়র বেসিক ট্রেনিংয়ে দু'বছরের ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স। সেকেন্ডারি স্তরে হিন্দি একটি বিষয় হিসাবে থাকতে হবে। সিটেট পাস করে থাকতে হবে। বেতন: পে ব্যান্ড টু অনুযায়ী ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

পোস্ট কোড ১৭/১৭: রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া স্বীকৃত গ্র্যাজুয়েট, সঙ্গে বিএড বা বিএডের সঙ্গে স্পেশ্যাল এডুকেশনে দু'বছরের ডিপ্লোমা বা স্পেশ্যাল এডুকেশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, প্রোফেশনাল ডিপ্লোমা বা সমতুল। সিটেট পাস করে থাকতে হবে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ১৯/১৭: কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূনতম ৫০% নম্বর নিয়ে সিনিয়র সেকেন্ডারি এবং এলিমেন্টারি এডুকেশনে ২ বছরের ডিপ্লোমা অথবা এনসিটিই স্বীকৃত ৪৫% নম্বর নিয়ে সিনিয়র সেকেন্ডারি এবং এলিমেন্টারি এডুকেশনে দু'বছরের ডিপ্লোমা অথবা ন্যূনতম ৫০% নম্বর নিয়ে সিনিয়র সেকেন্ডারি এবং চার বছরের ব্যাচেলর অব এলিমেন্টারি এডুকেশন অথবা কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে ন্যূনতম ৫০% নম্বর নিয়ে সিনিয়র সেকেন্ডারি এবং দু'বছরের ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন অথবা কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে গ্র্যাজুয়েট এবং এলিমেন্টারি এডুকেশনে দু'বছরের ডিপ্লোমা। সিটেট পাস। সেকেন্ডারি স্তরে হিন্দি বা উর্দু বা পঞ্জাবি বা ইংলিশ একটি বিষয় হিসাবে থাকতে হবে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ২০/১৭: গ্র্যাজুয়েট সঙ্গে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বা সমতুল। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৬০০ টাকা। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ২১/১৭: কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে ড্রয়িং/পেইন্টিং /স্কাল্পচার/গ্রাফিক আর্টসে পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা অথবা কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং/ফাইন আর্টসে মাস্টার ডিগ্রি অথবা কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে ড্রয়িং/পেইন্টিং/ফাইন আর্টসে ব্যাচেলার ডিগ্রি এবং পেইন্টিং/ফাইন আর্টসে পূর্ণ সময়ের দু'বছরের ডিপ্লোমা। সিনিয়র সেকেন্ডারি স্তরে হিন্দি একটি বিষয় হিসাবে থাকা বাঞ্ছনীয়। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ২২/১৭: ডোমেস্টিক সায়েন্স/ হোম সায়েন্সে ব্যাচেলর ডিগ্রি। ব্যাচেলর ইন এডুকেশন সঙ্গে ডোমেস্টিক সায়েন্স/হোম সায়েন্স টিচিং বিষয় হিসাবে থাকতে হবে। সেকেন্ডারি স্তরে হিন্দি বাঞ্ছনীয়। বেতন: ৯৩০০-৩৪৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৬০০ টাকা। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ২৩/১৭: এমএসসি (হোম সায়েন্স) অথবা বিএসসি (হোম সায়েন্স) এবং বিএড। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪৮০০ টাকা। বয়স: ৩৬ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ২৪/১৭: ফিজিক্যাল এডুকেশনে ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং দু-বছরের এমপিএড। এনসিটিই-এর নিয়ম অনুযায়ী বিস্তারিত যোগ্যতা ওয়েবসাইটে জানা যাবে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। বয়স: ৩০ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ২৬ ও ২৬/১৭: ফাইন আর্টসে ব্যাচেলর অথবা সিনিয়র সেকেন্ডারি। সঙ্গে অন্তত ৫ বছরের সময়সীমার পূর্ণ সময়ের ফাইন আর্ট/পেইন্টিং /ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিংয়ের ডিপ্লোমা। গ্র্যাজুয়েট সঙ্গে ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং একটি বিষয় হিসাবে থাকতে হবে এবং চার বছরের পূর্ণ সময়ের ডিপ্লোমা। ফাইন আর্টস/ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিংয়ে মাস্টার ডিগ্রি সঙ্গে দু-বছরের ডিপ্লোমা। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। বয়স: ৩৬ বছরের মধ্যে

পোস্ট কোড ৩০ থেকে ৬০/১৭: মাস্টার ডিগ্রি বা সমতুল। ডিগ্রি/ডিপ্লোমা ইন ট্রেনিং/এডুকেশন। কোনও কলেজ/হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল/হাই স্কুলে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। বয়স: ৩৬ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ৬১ থেকে ৬৮/১৭: ব্যাচেলর ডিগ্রি (অনার্স/পাস)। বিস্তারিত ওয়েবসাইটে জানা যাবে। বেতন: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা। বয়স: ৩২ বছরের মধ্যে।

পোস্ট কোড ৬৯ থেকে ৮০/১৭: এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, বেতন ও বয়স সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে ওয়েবসাইটে। এছাড়া কোন পদের জন্য কত শূন্যপদ তা-ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানা যাবে।

ওয়ান এবং টুটিয়ার পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে।

আবেদন ফি ১০০ টাকা। তফসিলি জাতি/উপজাতি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও মহিলা প্রার্থীদের ফি দিতে হবে না। এসবিআই ই-পে-র মাধ্যমে ফি দিতে হবে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনলাইন আবেদন করতে হবে www.dsssb.delhigovt.nic.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। যাবতীয় তথ্য বিস্তারিত জানতে দেখুন উপরের ওয়েবসাইট।

target@কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট ২০১৭

নৌবাহিনীতে ৪১৪ গ্র্যাজুয়েটকে ট্রেনিং সহ চাকরি

ভারতীয় স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীতে ৪১৪ জন গ্র্যাজুয়েট তরুণ-তরুণীকে নিয়োগ করা হবে, বিভিন্ন কোর্সে ট্রেনিং দিয়ে। প্রার্থী বাছাই হবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এগজামিনেশন (২), ২০১৭-এর মাধ্যমে (এসএসসি উইমেন (নন টেকনিক্যাল কোর্স সহ)। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। নিয়োগ করা হবে নীচের কোর্সগুলিতে ট্রেনিং দিয়ে। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নং 11/2017.CDS-II, dated 9.8.2017.

কোর্স অনুযায়ী শূন্যপদের বিন্যাস— ১) ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, দেরাদুন, ১৪৫তম কোর্স, জুলাই ২০১৮ কোর্স। শূন্যপদ: ১০০ (১৩টি পদ এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেটধারী (আর্মি উইং) দের জন্য। ২) ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমি, এঝিমালা, জুলাই ২০১৮ কোর্স। শূন্যপদ: ৪৫টি (৬টি পদ এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেটধারী (ন্যাভাল উইং) দের জন্য। ৩) এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি, হায়দরাবাদ (প্রি-ফ্লাইং) ট্রেনিং কোর্স, আগস্ট ২০১৮ কোর্স, নম্বর: ২০৪/এফ (পি) কোর্স। শূন্যপদ: ৩২। ৪) অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, চেন্নাই, ১০৮ তম এসএসসি কোর্স (ফর মেন), অক্টোবর ২০১৮। শূন্যপদ ২২৫ (৫০টি পদ এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য)। ৫) অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, চেন্নাই, ২২তম এসএসসি উইমেন (নন টেকনিক্যাল) কোর্স। অক্টোবর ২০১৮ কোর্স। শূন্যপদ: ১২টি।

যোগ্যতা: ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি ও অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমির জন্য প্রার্থীকে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি কোর্স পাস করে থাকতে হবে। ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমির জন্য প্রার্থীকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্স পাস হতে হবে। এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির জন্য যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, তবে উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স এবং ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। অথবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক। যারা চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় বসেছেন বা বসবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। তবে আর্মি/নেভি/ এয়ারফোর্স প্রথম পছন্দ হিসাবে বেছে থাকলে গ্র্যাজুয়েট হবার অন্তত প্রোভিশনাল সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে এসএসবির ইন্টারভিউয়ের প্রথম দিন বা নির্দেশিত স্থানকালে।

অবিবাহিতা মহিলারা শুধুমাত্র অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, চেন্নাই-এর ২২তম এসএসসি উইমেন (নন টেকনিক্যাল) কোর্সের ক্ষেত্রেই আবেদন করতে পারবেন। বাকি সবই অবিবাহিত (কেবল অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমির শর্ট সার্ভিস কোর্সের ক্ষেত্রে বিবাহিত/অবিবাহিত) পুরুষদের জন্য। বিবাহবিচ্ছিন্ন/ বিপত্নীকরা অবিবাহিত বলে গণ্য হবেন না।

বয়সসীমা: ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমির জন্য প্রার্থীর জন্মতারিখ ২ জুলাই ১৯৯৪-এর আগে হবে না বা ১ জুলাই ১৯৯৯-এর পরে হলে আবেদন করা যাবে না। এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির জন্য প্রার্থীর জন্মতারিখ ১ জুলাই ২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে।

শারীরিক মাপজোক: পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা থাকতে হবে ১৫৭.৫ সেমি (নেভির জন্য ন্যূনতম ১৫৭ সেমি, এয়ারফোর্সের জন্য ন্যূনতম ১৬২.৫ সেমি।)। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা থাকতে হবে ১৫২ সেমি পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দারা উচ্চতার ক্ষেত্রে ছাড় পাবেন। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন থাকতে হবে। নেভির ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে সাধারণ চোখে ৬/১২। চশমাসহ ৬/৬। মায়োপিয়া বা হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে তা যথাক্রমে -১.৫ ও +১.৫-এর মধ্যে হতে হবে। বাইনোকুলার ভিশন-থ্রি থাকতে হবে। এয়ারফোর্সের ক্ষেত্রে পায়ের মাপ হতে হবে ন্যূনতম ৯৯ সেমি। সর্বোচ্চ ১২০ সেমি। উরুর মাপ ৬৪ সেমির বেশি হওয়া চলবে না। বসে উচ্চতা থাকতে হবে ন্যূনতম ৮১.৫ ও সর্বোচ্চ ৯৬ সেমি। দূরের দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে একচোখে ৬/৬ অপর চোখে ৬/৯। হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে সংশোধিত দৃষ্টিশক্তি ৬/৬ হলেও চলবে। কানে শোনার ক্ষমতা, বুকের এক্স রে ইত্যাদি পরীক্ষাও করা হবে। হাইপারমেট্রোপিয়া থাকলে ২.০ ডিএসপিএইচ বেশি হওয়া চলবে না। রং চেনার ক্ষমতা থাকতে হবে সিপি ১। মায়োপিয়া থাকলে -০.৫ এর মধ্যে থাকতে হবে।

শারীরিক সক্ষমতা: শারীরিক সক্ষমতা, যোগ্যতা, আসন সংরক্ষণ, ডিউটি ও অন্যান্য শর্তাবলির বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে www.upsconline.nic.in ওয়েবসাইটে।

বেতন: র‍্যাংক অনুযায়ী বেতনক্রম বিভিন্ন রকম। যেমন— লেফটেন্যান্ট র‍্যাংক থেকে শুরু করে ক্রমশ পদোন্নতির ফলে মেজর জেনারেল পর্যন্ত র‍্যাংকে ওঠা যায়। লেফটেন্যান্ট থেকে মেজরের ক্ষেত্রে পে ব্যান্ড ৩ অনুযায়ী মূল বেতন ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। লেফটেন্যান্ট কর্নেল থেকে মেজর জেনারেল পর্যন্ত র‍্যাংকের ক্ষেত্রে পে ব্যান্ড ৪ অনুযায়ী মূল বেতন হবে ৩৭,৪০০-৬৭,০০০ টাকা। সবক্ষেত্রেই মূল বেতনের সঙ্গে র‍্যাংক অনুযায়ী মাসে ৫,৪০০-১০,০০০ টাকা পর্যন্ত গ্রেড পে, অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা হবে ১৯ নভেম্বর। ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমি ও এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির জন্য পরীক্ষা হবে ৩০০ নম্বরের। সময় ৬ ঘণ্টা। ইংরেজি, জেনারেল নলেজ ও এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স— এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমির ক্ষেত্রে পরীক্ষা হবে ২০০ নম্বরের। সময় ৪ ঘণ্টা। ইংরেজি, জেনারেল নলেজ বিষয়ে প্রতিটিতে ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপের। জেনারেল নলেজ ও এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায়। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। সফলদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে।

আবেদন ফি ২০০ টাকা। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় বা ভিসা/ মাস্টার ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে অনলাইনেও টাকা জমা দেওয়া যাবে। মহিলা ও তফসিলি প্রার্থীদের ফি দিতে হবে না।

অনলাইনে আবেদন করবেন ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে upsconline.nic.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আবেদন করার আগে নিজের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে ফর্ম সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপের সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

বিস্তারিত জানতে উপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর),
তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর),
বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

সীমান্ত পুলিশে ২১ সাব ইনস্পেক্টর নিয়োগ

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর (ওভারসিয়র) পদে ২১ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

মাধ্যমিক পাসরা কোনও স্বীকৃত সংস্থা থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২২-৯-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২৩-৯-১৯৯২ থেকে ২২-৯-১৯৯৭-এর মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসি-রা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক মাপজোক হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ (তফসিলি উপজাতি হলে ৭৭) সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ (তফসিলি উপজাতি হলে ৮২) সেমি আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। তফসিলি উপজাতিরা ৭.৫ সেমি আর অসম, ত্রিপুরা ও গোর্খারা ৫ সেমি উচ্চতায় ছাড় পাবেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন। তফসিলি উপজাতিরা ৭ সেমি আর অসম, ত্রিপুরা ও গোর্খারা ২ সেমি উচ্চতায় ছাড় পাবেন। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে কাছের বেলায় ভালো চোখে N6 ও খারাপ চোখে N9, দূরের বেলায় এক চোখে ৬/৬ ও অন্যচোখে ৬/৯। ভাঙা হাটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা দৃষ্টি বা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদনের যোগ্য নন।

বেতন: ৩৫,৪০০-১,১২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ২১টি। এর মধ্যে পুরুষ ১৮টি (সাধারণ ১০, ওবিসি ৪, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১)। মহিলা ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। কাদের কবে কোথায় প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা হবে তা অ্যাডমিট কার্ড পাঠিয়ে জানানো হবে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা হবে। সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় থাকবে: ছেলেদের বেলায়— ১৬ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, সাড়ে ৭ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়। মেয়েদের বেলায়— ১৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৪.৪৫ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়। সফল হলে শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা। তারপর ২৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল) ২০০ নম্বর, সময় থাকবে ২ ঘণ্টা। জেনারেল ইংলিশ ৫০ নম্বর, সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে ইন্টারভিউ। সব শেষে ডাক্তারি পরীক্ষা।

www.recruitment.itbpolice.nic.in ওয়েবসাইটে অনলাইনে দরখাস্ত করবেন ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষার ফি-বাবদ ছেলেদের বেলায় ২০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। তফসিলি, মহিলা ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওয়েবসাইটে।

এয়ারফোর্সে স্টোরকিপার ও সুপারিন্টেনডেন্ট নিয়োগ

সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর) ও স্টোরকিপার পদে ৯৫ জন কর্মী নিয়োগ করবে ভারতীয় বিমানবাহিনী। নিয়োগ হবে নয়াদিল্লির এয়ার হেড কোয়ার্টার্সে।

শূন্যপদের বিবরণ: সুপারিন্টেনডেন্ট (স্টোর): ৫৫টি (সাধারণ ৪০, তফসিলি জাতি ৫, ওবিসি ১০)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমতুল। স্বীকৃত কোনও সংস্থায় স্টোর রক্ষাণাবেক্ষণ এবং হিসাবরক্ষার কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

স্টোরকিপার: ৪০টি (সাধারণ ৩২, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। স্বীকৃত কোনও সংস্থায় স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিসাবরক্ষার কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স: ১০-৯-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন: সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পে ম্যাট্রিক্স অনুসারে সুপারিন্টেনডেন্টের ক্ষেত্রে লেভেল -৪ এবং স্টোরকিপারের ক্ষেত্রে লেভেল-২।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং ট্রেড বা প্র্যাকটিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষাকেন্দ্র দিল্লি। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন:

১) ২ কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। ফোটোদুটি দরখাস্ত ও অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।

২) বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৩) অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৫) দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৭) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো ২৪x১১ সেমি মাপের একটি সাদা খাম।

৮) যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাডমিট কার্ড।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন: 'Application for the post of ..... & category.....' শূন্যস্থানে যথাক্রমে যে-পদের জন্য দরখাস্ত করছেন তার নাম ও ক্যাটাগরি লিখে দেবেন।

১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সাধারণ ডাকে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Director PC (AHC), Air Headquarter, Block-J, New Delhi-110106.

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট ২০১৭

প্রতি সপ্তাহে থাকছে কয়েকশো চাকরির খোঁজখবর

৯টি ব্যাংকে ৩,৫৬২ অফিসার নিয়োগ

দেশের ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ৩৫৬২ জন প্রোবেশনারি অফিসার/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামান যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রোসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব প্রোবেশনারি অফিসার্স/ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিজ ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশনস' নেওয়া হবে চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৭, ৮, ১৪ ও ১৫ অক্টোবর এবং মেইন পরীক্ষা হবে ২৬ নভেম্বর। পরীক্ষার আয়োজক ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

ব্যাংক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস: এলাহাবাদ ব্যাংক: মোট শূন্যপদ: ২৩৫টি (সাধারণ ১১৬, তফসিলি জাতি ৩৬, তফসিলি উপজাতি ১৯, ওবিসি ৬৪)। এর মধ্যে ১৬টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২টি করে শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৩টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

অন্ধ্র ব্যাংক: মোট শূন্যপদ: ৬২৫টি (সাধারণ ৩১৮, তফসিলি জাতি ৯৩, তফসিলি উপজাতি ৪৬, ওবিসি ১৬৮)। এরমধ্যে ৮টি করে শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ১০১, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ১৫, ওবিসি ৫৪)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ব্যাংক অব মহারাষ্ট্র: মোট শূন্যপদ ১০০টি (সাধারণ ৫১, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ২৭)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কানাড়া ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ১৩৫০টি (সাধারণ ৬৭৫, তফসিলি জাতি ২০৩, তফসিলি উপজাতি ১০৮, ওবিসি ৩৬৪)। এর মধ্যে ১৮টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১৭টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ ১০০টি (সাধারণ ৪৯, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৮)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি এবং দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কর্পোরেশন ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ১০০টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ২২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইউকো ব্যাংক: মোট শূন্যপদ ৫৩০টি (সাধারণ ২৫১, তফসিলি জাতি ৭৫, তফসিলি উপজাতি ২৬, ওবিসি ১৭৮)। এর মধ্যে ৪০টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৬টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১০টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ৫টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ইউনিয়ন ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: মোট শূন্যপদ ৩২২টি (সাধারণ ১২৭, তফসিলি জাতি ৮৩, তফসিলি উপজাতি ৩৪, ওবিসি ৭৮)। এর মধ্যে ১৪টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১৩টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১১টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল।

বয়স: ১-৭-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

অনলাইন পরীক্ষা হবে দু-পর্যায়ে— প্রিলিমিনারি ও মেইন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে— ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, রিজনিং এবিলিটি। মোট সময়সীমা ১ ঘণ্টা। এই পরীক্ষায় পাস করলে মেইন পরীক্ষার জন্য বিবেচিত হবেন। পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপটিটিউড, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড, ব্যাংকিং শিল্পসহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কম্পিউটার নলেজ, লেটার রাইটিং অ্যান্ড এসে। মোট সময়সীমা ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য অতিরিক্ত এক-চতুর্থাংশ নম্বর কাটা যাবে।

পরীক্ষা হবে দেশ জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গের (স্টেট কোড ৪৬) পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী ও বহরমপুর।

তফসিলি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য প্রাক্-পরীক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ibps.in.প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রস্তুত রাখবেন: স্ক্যান করা ফোটোগ্রাফ। পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো স্ক্যান করিয়ে নিতে হবে। ফোটোর ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা বা সাদা রঙের হতে হবে। স্ক্যান করা ফোটোর ডাইমেনশন হতে হবে ২০০x২৩০ পিক্সেল। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০ কেবি থেকে ৫০ কেবির মধ্যে। প্রার্থীর স্ক্যান করা সই। সাদা কাগজের ওপর কালো কালির পেন দিয়ে সই করার পরে সেটি স্ক্যান করিয়ে নিতে হবে। স্ক্যান করা সইয়ের ডাইমেনশন হতে হবে ১৪০x৬০ পিক্সেল। ফাইল সাইজ হতে হবে ১০ কেবি থেকে ২০ কেবির মধ্যে।

ফোটো ও সই স্ক্যান করার পরে অনলাইন দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় আপলোড করতে হবে। পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন ওপরের ওয়েবসাইটে।

অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর সিস্টেম জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এই প্রিন্টআউট কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউয়ের সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

পরীক্ষার ফি-বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (ভিসা/মাস্টার কার্ড) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। বিস্তারিত আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী অফিসার পদে কয়েকশো নিয়োগ

ভারতীয় স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী অফিসার পদে কয়েকশো ছেলেমেয়ে নিচ্ছে এইসব বিভাগে: ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি, ন্যাভাল অ্যাকাডেমি ও এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি: যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি হলে আবেদন করতে পারেন। জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৪ থেকে ১-৭-১৯৯৯-এর মধ্যে। মোট ১৮ মাসের ট্রেনিং হবে 'জেন্টলম্যান ক্যাডেট'-এ। ট্রেনিংয়ের সময় প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৭৫০ টাকা। কোনও প্রার্থী দিতে অক্ষম হলে, তখন সরকারই ওই খরচ বহন করবে। ট্রেনিংয়ে সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। এরপর ধাপে ধাপে 'কম্যান্ডার' পদ পর্যন্ত পদোন্নতি হবে। শূন্যপদ: ১৫০টি। এর মধ্যে ১৯টি শূন্যপদ এনসিসির 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য সংরক্ষিত।

অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (মেন ও এসএসসি উইমেন নন টেকনিক্যাল): যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেরা 'অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (ফর মেন)'-এ আবেদন করতে পারেন। যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাস অবিবাহিতা তরুণীরা 'অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমি (এসএসসি উইমেন নন টেকনিক্যাল)'-তে আবেদন করতে পারেন। জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯৩ থেকে ১-৭-১৯৯৯-এর মধ্যে। শরীরের মাপজোক হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি। ট্রেনিং হবে চেন্নাইয়ের অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে। মোট ৯ মাসের ট্রেনিং হবে 'জেন্টলম্যান ক্যাডেট'-এ। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ৪,৬০০ টাকা। এর মধ্যে ২,৪৫০ টাকা পরে ফেরত পাবেন। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার কম হলে সরকার পুরো বা আংশিক খরচ দেবে। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে ৬ মাস প্রোবেশনে থাকতে হবে। ৫ বছরের জন্য শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি করতে হবে। এরপর পার্মানেন্ট কমিশনে চাকরির সুযোগ পেলে ধাপে ধাপে পদোন্নতি হবে। শূন্যপদ: অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে (মেন) ২২৫টি। ১০৭তম কোর্সে ট্রেনিং শুরু ২০১৮ এপ্রিলে। অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে (উইমেন নন টেকনিক্যাল)' শূন্যপদ ১১টি।

ন্যাভাল অ্যাকাডেমি: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা আবেদন করার যোগ্য। বয়স হতে হবে ২-৭-১৯৯৪ থেকে ১-৭-১৯৯৯-এর মধ্যে। শুরুতে ৫ মাসের ট্রেনিং হবে গোয়ার ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে, এগজিকিউটিভ শাখার ক্যাডেট হিসাবে। ট্রেনিং নেওয়ার জন্য প্রার্থীকে দিতে হবে মোট ৩,৫০০ টাকা। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ১,৫০০ টাকার কম হলে সরকার থেকে পুরো বা আংশিক খরচ দেওয়া হবে। এরপরে ক্যাডেট হিসাবে আবার আড়াই বছরের ট্রেনিং। সফল হলে নৌবাহিনীর জাহাজে ৬ মাসের চাকরি। সফল হলে সাব-লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। শূন্যপদ: ৪৫টি। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ এনসিসি-র 'সি' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য সংরক্ষিত।

এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি: উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স বা অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে পাসের পর যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ছেলেরা ২-৭-১৯৯৪ থেকে ১-৭-১৯৯৮-এর মধ্যে জন্মতারিখ থাকলে 'এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি'তে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের যোগ্য। কমার্শিয়াল পাইলটের লাইসেন্স থাকলে জন্মতারিখ হতে হবে ২-৭-১৯৯২ থেকে ১-৭-১৯৯৮-এর মধ্যে। শরীরের মাপজোক হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬২.৫ সেমি, পায়ের মাপ লম্বায় অন্তত ৯৯-১২০ সেমি, থাই লম্বায় ৬৪-৮১.৫ সেমি ও বসার উচ্চতা ৮১.৫ সেমি থেকে ৯৬ সেমি। শুরুতে ফ্লাইং ব্রাঞ্চের পাইলট হিসাবে ৭৪ সপ্তাহের ট্রেনিং হবে এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে। প্রার্থীকে এজন্য দিতে হবে মোট ২৩৪০ টাকা। এর মধ্যে ৮৪০ টাকা পরে ফেরত পাবে। প্রার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয় ৭৫০ টাকার কম হলে এই খরচ সরকার থেকে দেওয়া হবে। শূন্যপদ: ৩২টি। এই ৫ বিভাগের ট্রেনিং নিতে হলে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় ৬/৬ ও কাছের বেলায় প্রতি চোখে 'N-S'. ওপরের সব পদের ক্ষেত্রে এ-বছরের ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড মাসে ২১০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের 'কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস এগজামিনেশন (II) ২০১৭-র মাধ্যমে। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে ১৯ নভেম্বর। পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, কটক, দিসপুর, পটনা, শিলং, রাঁচি, সম্বলপুর, পোর্ট ব্লেয়ার, গ্যাংটক, আগরতলা। ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, ন্যাভাল অ্যাকাডেমি ও এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই তিনটি পেপার: ১) ইংরেজি, ২) জেনারেল নলেজ, ৩) এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স। প্রতিটি পেপারে থাকবে ১০০ নম্বর ও সময় ২ ঘণ্টা। সফল হলে ৩০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে ট্রেনিং নিতে হলে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই দুটি পেপার: ১) ইংরেজি, ২) জেনারেল নলেজ। প্রতিটি পেপারে ১০০ নম্বর ও সময় ২ ঘণ্টা করে। সফল হলে ২০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। সব পেপারেই থাকবে অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন। ইংরেজিতে থাকবে ইংরেজি গ্রামারের ওপর প্রশ্ন। এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্সে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও রাশিবিজ্ঞানের উচ্চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.৩৩ নম্বর কাটা হবে।

দরখাস্ত করবেন ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: http: //www.upsconline.nic.in. এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও ফোটো ও সিগনেচার জেপিজি ফরম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করলে ফি-বাবদ ২০০ টাকা দিতে হবে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, স্টেট ব্যাংক অব হায়দরাবাদ, স্টেট ব্যাংক অব পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাংক অব ত্রিবাঙ্কুর-এ। এছাড়াও ভিসা/মাস্টার কার্ড/ডেবিট কার্ডেও টাকা দিতে পারেন। একাধিক দরখাস্ত করবেন না। মহিলা, প্রতিবন্ধী ও তফসিলিদের ফি লাগবে না। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর রেজিস্ট্রেশন আইডি সহ সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। বিস্তারিত আরও তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট ২০১৭

র‍্যালির মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে কয়েকশো তরুণ নিয়োগ

র‍্যালির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের চার জেলা থেকে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে প্রচুর সৈনিক নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। উত্তর ২৪ পরগণার বারাকপুর আরসিটিসি গ্রাউন্ডে র‍্যালি শুরু ২৪ অক্টোবর। চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রার্থী বাছাই করবে বারাকপুর আর্মি রিক্রুটিং অফিস। শুধু ছেলেরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। নিয়োগ হবে উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া থেকে। অর্থাৎ শুধু এই চার জেলার তরুণরা এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

নিয়োগ হবে এইসব ক্যাটেগরিতে: সোলজার জেনারেল ডিউটি, সোলজার ট্রেডসম্যান, সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার টেকনিক্যাল (এভিয়েশন /এমুনিশন), সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল)।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে। সরাসরি র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। অনলাইন দরখাস্ত করার জন্য আগে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ৮ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.joinindianarmy.nic.in. অনলাইন দরখাস্তে চালু ই-মেল-অ্যাড্রেস উল্লেখ করতে হবে। জেলা ও সোলজারের ক্যাটেগরি অনুসারে র‍্যালিতে উপস্থিত হওয়ার তারিখ জানিয়ে প্রার্থীর ই-মেলে অ্যাডমিট কার্ড পাঠানো হবে। অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে নির্দিষ্ট দিন র‍্যালিকেন্দ্রে হাজির থাকতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সোলজার ট্রেডসম্যান: মাধ্যমিক বা আইটিআই পাস। হাউজকিপার, মেসকিপার ট্রেডের ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাস।

সোলজার জেনারেল ডিউটি: মোট অন্তত ৪৫% নম্বর সহ মাধ্যমিক। প্রতি বিষয়ে অন্তত ৩৩% করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা উচ্চমাধ্যমিক পাস। উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে নম্বরের কড়াকড়ি নেই।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল): কমার্স বা সায়েন্স বা আর্টস শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৬০% এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৫০% করে নম্বর থাকতে হবে। মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অঙ্ক, বুককিপিং ও অ্যাকাউন্টেসির মধ্যে যে কোনও একটি বিষয় এবং ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে।

সোলজার টেকনিক্যাল: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স এবং ইংরেজিসহ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৫০% নম্বর এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০% করে নম্বর থাকতে হবে।

সোলজার টেকনিক্যাল (এভিয়েশন/এমুনিশন): ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স ও ইংরেজিসহ উচ্চমাধ্যমিক। মোট ৫০% এবং প্রতি বিষয়ে ৪০% করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা মাধ্যমিক এবং সেইসঙ্গে মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা অটোমোবাইলস বা কম্পিউটার সায়েন্স অথবা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি নিয়ে এবং এই চার বিষয়ের প্রতিটিতে অন্তত ৪০% এবং মোট ৫০% নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক। বটানি বা জুলজি অথবা বায়ো-সায়েন্সের বিএসসি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের নম্বর নিয়ে কড়াকড়ি নেই। তবে উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে।

বয়স: সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ এবং অন্যান্য সব ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক: সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬২ সেমি। অন্য সব পদের ক্ষেত্রে ১৬৯ সেমি সব ক্যাটাগরির তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২ সেমি। বুকের ছাতি সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ৭৬, ফুলিয়ে ৮১ সেমি। অন্য সব ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন: সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৪৮ কেজি। অন্য সব ক্ষেত্রে ৫০ কেজি। সব ক্যাটেগরির তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৮ কেজি।

রাজ্য ও জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়রা উচ্চতা, বুকের ছাতির মাপ এবং ওজনে যথাক্রমে ২ সেমি, ৩ সেমি ও ৫ কেজি এবং সমরকর্মী ও যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের ছেলেরা ওই তিন ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২ সেমি, ১ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পেয়ে থাকেন। দক্ষ খেলোয়াড়, এনসিসি সার্টিফিকেটধারী প্রার্থীরা বোনাস নম্বর পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে: ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, জিগজ্যাগ ব্যালান্স, পুল আপ ও ৯ ফুট লং জাম্প। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষা।

র‍্যালিতে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে:

১) অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্টআউট।

২) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশনের অ্যাডমিট কার্ড, সার্টিফিকেট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং প্রতিটির দু-কপি করে স্বপ্রত্যয়িত নকল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে স্কুলের প্রধানশিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলসের কাউন্টার সিগনেচারসহ স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং সেগুলির স্বপ্রত্যয়িত নকল। প্রয়োজনে জন্মতারিখের প্রমাণ হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট বার্থ রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে নেওয়া জন্মতারিখের সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল সঙ্গে রাখতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাস প্রার্থীরা রেজিস্ট্রেশন, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের ৩টি করে স্বপ্রত্যয়িত নকল সঙ্গে রাখবেন।

৩) ডিএম বা এডিএম বা এসডিও-র অফিস থেকে অফিসিয়াল লেটারহেডে নেওয়া গোল সিলমোহরের ছাপ সহ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৪) গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রধান বা পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নেওয়া ও গোল সিলমোহর ছাপ দেওয়া ক্যারেকটর সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল। ৬ মাসের বেশি পুরনো সার্টিফিকেট চলবে না। ২১ বছরের নীচের প্রার্থীর ক্ষেত্রে অবিবাহিত কথাটি লেখা থাকতে হবে।

৫) আদিবাসী বা তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এসডিও-র অফিস বা ডিএমের অফিস থেকে নেওয়া কাস্ট সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৬) এনসিসির সার্টিফিকেট থাকলে তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৭) সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মী বা যুদ্ধে নিহত সৈনিকের বিধবার ছেলেদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড অফিস থেকে নেওয়া বোনাফায়েড সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল। রিলেশনশিপ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষরকারীর আর্মি নম্বর, র‍্যাংক ও নামের উল্লেখ থাকতে হবে।

৮) জাতীয় বা রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়দের (গত ২ বছরের মধ্যে অন্তত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়াড়রা বিবেচিত হবেন) ক্ষেত্রে স্পোর্টস সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৯) ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো। ফোটো স্বপ্রত্যয়িত হওয়ার দরকার নেই।

১০) অবাঙালি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অফিস থেকে মঞ্জুর করা ডোমিসাইল বা নেটিভিটি সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যয়িত নকল।

১১) আধার কার্ডের প্রত্যয়িত নকল।

১২) প্রত্যয়িত নকলের সঙ্গে মূল সার্টিফিকেট ও নথিপত্রগুলিও সঙ্গে রাখবেন।

অ্যাডমিট কার্ডের নির্দেশমতো ভোর ৪টে থেকে সকাল ৬টার মধ্যে র‍্যালিকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে।

কেরিয়ার সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকলে জানান আমাদের মেল করে।

জাতীয় মহাফেজখানায় সরকারি দলিলপত্র সংরক্ষণের কোর্স

ন্যাশনাল আর্কাইভস অব ইন্ডিয়ার স্কুল অব আর্কাইভস স্টাডিজে সার্ভিসিং অ্যান্ড রিপেয়ার অব রেকর্ডস-এর স্বল্পমেয়াদি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। পুরনো সরকারি দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণের এই সার্টিফিকেট কোর্স শুরু হবে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ও শেষ হবে ১৮ অক্টোবর। মাধ্যমিক পাস ছেলেমেয়েরা হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। স্পনসর্ড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ বছরের মধ্যে। কোর্স ফি ৩০০ টাকা। আবেদন করতে হবে নির্ধারিত বয়ানে। বয়ান ডাউনলোড করবেন www.nationalarchives.nic.in ওয়েবসাইট থেকে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন: শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সের প্রমাণপত্র ও প্রত্যয়িত নকল ও ১০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। ডিমান্ড ড্রাফট/ ব্যাংকার্স চেক /পোস্টাল অর্ডার পাবেন The Director General of Archives, National Archives of India-এর অনুকূলে। পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'নিউ দিল্লি'। পূরণ করা দরখাস্ত পাঠাতে হবে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Director, General of Archives, National Archives of India, New Delhi -110001.

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তির জন্য ২০১৮ সালের গেট পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে। এবার এই পরীক্ষা নেবে আই আইটি খড়্গপুর।

উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাসের পর ইঞ্জিনিয়ার/টেকনোলজি / আর্কিটেকচার (৫ বছর) এর ডিগ্রি কোর্স পাসরা আবেদন করতে পারেন। এ-বছরের ফাইনাল বর্ষের প্রার্থীরাও যোগ্য। সায়েন্সের ৪ বছরের ফাইনাল বর্ষের (বিএস) প্রার্থীরাও যোগ্য। সায়েন্স, অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাস বা, এ-বছরের ফাইনাল বর্ষের প্রার্থীরাও যোগ্য। মাস্টার ডিগ্রি কোর্সের ৪ বা ৫ বছরের কোর্স পাস কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির ডুয়াল ডিগ্রি পাসরাও যোগ্য। ইন্টগ্রেটেড এমএসসি-র ৫ বছরের ফাইনাল বর্ষের প্রার্থী কিংবা ইন্টিগ্রেটেড বিএসসি / এমএসসি-র ৫ বছরের কোর্স পাসরাও যোগ্য। গেট পরীক্ষার স্কোর কার্ডে মেয়াদ থাকবে ৩ বছর।

প্রার্থী বাছাই হবে GATE-2018 পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ৩, ৪, ১০ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি। অনলাইনে, এইসব কেন্দ্রে: বালাসোর, বেরহামপুর (ওড়িশা), ভিলাই, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, কটক, হুগলি, জামশেদপুর, কাঁকিনাড়া, খড়্গপুর, কলকাতা, রায়পুর, রাঁচি, রৌরকেল্লা, সম্বলপুর, বিশাখাপত্তনম। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে ৫ জানুয়ারি থেকে। ফল বার হবে ১৭ মার্চ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত। দরখাস্ত করবেন www.gailinline.com, www.gate.itikgp.ac.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। এর জন্য একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়া পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো, যাবতীয় প্রমাণপত্র ইত্যাদি স্ক্যান করে নেবেন। তখন পরীক্ষার ফি-বাবদ ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৫০০ (মহিলা, তফসিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ৭৫০) টাকা দিতে হবে অনলাইনে/ ই-চালানের মাধ্যমে। চালান ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। টাকা জমা দেবেন স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বা অ্যাক্সিস ব্যাংকে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:

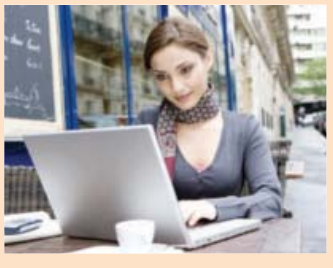

- **naukri.com** • monster.com
- **timesjobs.com** • shine.com
- **placementIndia.com** • careerage.com
- **jobstreet.co.in** • jobsDB.com
- **jobisjob.com** • sarkarinaukricom.com

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট ২০১৭

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

জানতে চাই

● গ্লাস পেন্টিং ও গ্লাস এচিংয়ের কাজ শিখতে আগ্রহী। কোথায় শেখানো হয়? (নিবেদিতা জানা, বাগবাজার)

কলকাতার কিছু হস্তশিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গ্লাস পেন্টিং ও এচিং-এর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে এই ক্লাস করিয়ে থাকেন। গুগলেও সার্চ করে দেখতে পারেন। গুগলে 'গ্লাস পেন্টিং গ্লাস এচিং ক্লাসেস ইন কলকাতা' লিখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম, ফোন নম্বর পাবেন।

● মশা তাড়ানোর ধূপ তৈরির জন্য কী উপকরণ লাগে জানালে উপকৃত হব। (শ্যামল পাল, উত্তর ২৪ পরগনা)

কাঠকয়লা, জিকেট, চা-পাতার, গুঁড়ো, ফাইনডাস্ট ইত্যাদির মতো সহজলভ্য উপকরণের মিশেলে মশা তাড়ানোর ধূপ তৈরির জন্য লাগে। নিশিন্দা পাতার গুঁড়োও ব্যবহার করা যায়।

● চর্মজাত সামগ্রী রপ্তানি করতে চাই। এই জাতীয় পণ্যে যাঁরা রপ্তানি করেন তাঁদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করা যেতে পারে? (সদানন্দ ঘোষ, সোনারপুর)

ইন্ডিয়ান লেদার প্রোডাক্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এটি চর্মজাত সামগ্রী প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের একটি সংগঠন। ঠিকানা: চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ১৫ তল, সুট নম্বর-৬, ৩৩, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭১। ফোন: ২২২৬৭১০২/৭১৪২

● তাঁতের শাড়ি বোনার কাজ করি। আধুনিক পদ্ধতিতে ডিজাইন কোথায় শেখানো হয়, জানালে উপকৃত হব। (কমল দাস, নদিয়া)

নদিয়ার ফুলিয়ায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হ্যান্ডলুম টেকনোলজিতে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ঠিকানা: আই টি আই ক্যাম্পাস, পো: ফুলিয়া কলোনি, নদিয়া-৭৪১৪০২। ফোন: ০৩৪৭৩-২৩৪৫৩৫।

● সবজি, ফল, ফুল প্যাকেজিং-এর জন্য প্যাক হাউস তৈরির জন্য সরকারি কোনও প্রকল্প আছে? এ ব্যাপারে কোথা থেকে তথ্য পাওয়া যাবে? (তন্ময় দাস, হাওড়া)

প্যাক হাউস গড়ার ছাড়পত্র পাওয়া যায় এগ্রিকালচার অ্যান্ড প্রোসেস ফুড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাছ থেকে। অ্যাপেডার প্যাক হাউস গড়ার স্কিম রয়েছে। স্কিমটি পেতে পারেন www.apeda.gov.in ওয়েবসাইটে। আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানাতেও: অ্যাপেডা, ময়ূখ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১। ফোন: (০৩৩) ২৩৩৭-৮৩৬৩।

কেরিয়ার ইনফো

কী, কবে, কোথায়

● পিএসসি: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংলিষ্ট বিষয়ে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। পাশাপাশি, মাধ্যমিক বা সমতুল, উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল স্নাতক সব স্তরেই মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। এছাড়া প্রার্থীকে আবশ্যই নেট বা সেট বা স্লেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তবে ইউজিসি স্বীকৃত পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে নেট বা স্লেট উত্তীর্ণ না হলেও চলবে। ১৯-৯-১৯৯১ সালের আগে পিএইচডি ডিগ্রি করা থাকলে স্নাতকোত্তরে নম্বরে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। তপসিলি প্রার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে নম্বরে ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন।

খুঁটিনাটি তথ্য জানার জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট: www.pscwb.org.in

● ব্যাংক: আইবিপিএসের মাধ্যমে অফিসার স্কেল-ওয়ান (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল। এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো-অপারেশন, ইনফরমেশন টেকনোলজিতে, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি-যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। কম্পিউটার জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হয়। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাংকে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট: www.ibps.in

● ইএসএএফ স্মল ফিনান্স ব্যাংকে সেলস অফিসার (ট্রেনি) পদের ক্ষেত্রে, শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেলস বা মার্কেটিং-সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে সেলস-সংক্রান্ত কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রার্থীদের বাছাই করা হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের অবজেকটিভ টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। ৭৫ নম্বরের অবজেকটিভ টেস্টে প্রশ্ন হবে রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপটিটিউড, ডেটা অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন, জেনারেল / ইকনমি / ব্যাংকিং অ্যাওয়্যারনেস এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘণ্টা। ওয়েবসাইট: www.esafbank.com

● পাঁচটি প্রতিরক্ষা সংস্থায় ফায়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষার মাধ্যমে। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা থাকবে ৬৩.৫ কেজি ওজনের বস্তু একজন মানুষকে ৯৬ সেকেন্ড ১৮৩ মিটার বয়ে নিয়ে যাওয়া, দু'পায়ে লাফিয়ে ২.৭ মিটারের পরিখা অতিক্রম (লং জাম্প) ও হাত-পায়ের সাহায্যে দড়ি ধরে ৩ মিটার ওঠা, ৬ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন থাকবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং (২৫ নম্বর), জেনারেল ইংলিশ (৫০ নম্বর) বিষয়ে। মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে। সময়সীমা দু'ঘণ্টা। ওয়েবসাইট: www.indianarmy.nic.in

● এয়ার ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেসে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজর পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক, সেই সঙ্গে ডেটা এন্ট্রি বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে কোর্স সহ সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা ইনফরমেশন টেকনোলজিতে স্নাতক হতে হবে। অথবা বিসিএ। ওয়েবসাইট: www.airindia.in

● ইউপিএসসি: ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন আয়োজিত, 'কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস,' পরীক্ষার এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, যে কোনও শাখায় স্নাতক ডিগ্রি। উচ্চমাধ্যমিকে অবশ্যই ফিজিক্স ও অঙ্কে পাস করে থাকতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটেরাও আবেদনের যোগ্য। শুধুমাত্র অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করতে পারবেন। এর পাশাপাশি, উচ্চতা থাকতে হবে ১৬২.৫ সেমি। উচ্চতা ও বয়সের অনুপাতে মাননসই ওজন থাকতে হবে। বুকের ছাতি অন্তত ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকতে হবে। এছাড়া লম্বায় পায়ের মাপ হতে হবে ৯৯-১২০ সেমি, থাই হতে হবে লম্বায় সর্বোচ্চ ৬৪ সেমি ও বসে থাকে অবস্থায় উচ্চতা হতে হবে ৮১.৫-৯৬ সেমি। দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে চশমা ছাড়া এক চোখে ৬/৬ , অন্য চোখে ৬/৯। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে এই তিন বিষয়ে ইংলিশ, জেনারেল নলেজ, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স। প্রতিটি বিষয় ১০০ নম্বরের। সময় ২ ঘণ্টা করে। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ ধরনের। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ৩০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইটটি: www.upsc.gov.in

স্ট্রেস থেকে নিজেকে দূরে রাখুন, সহজ উপায়ে

বর্তমান সময়ে মানসিক চাপ বড় একটি সমস্যা। যা মানুষের জীবনে ডেকে আনতে পারে নানা ধরনের বিপদ। কোনও পরিবারের মানুষের মধ্যে এই ধরনের সমস্যা তৈরি হয়ে থাকলে সেই পরিবারের মধ্যেও নানা জটিলতা তৈরি হয়। তবে মানসিক সমস্যা বিভিন্ন কারণে তৈরি হয়। আজ আলোচনার বিষয়বস্তু চাকরি-সংক্রান্ত বিষয়ে তৈরি হওয়া মানসিক চাপ।

জীবনের একটা সময়, যখন চাকরির জন্য শুরু হয় ইন্টারভিউ দেওয়ার প্রস্তুতি। সেইমতো নিজেকে প্রস্তুত করা। তারপর চাকরি পাওয়ার পর শুরু হয় নতুন একটি অধ্যায়। এরপর সেই চাকরির জীবন যখন চলতে শুরু করে তখন শুরু হয়ে নতুন একটি জীবন। তবে এই জীবনে মানসিক চাপের পাশাপাশি শারীরিক কষ্টও রয়েছে এবং থাকবেও। কোনও কাজই পরিশ্রম ছাড়া হয় না। তবে চাকরি পেয়ে পরিশ্রম বা চাপের কারণের থেকে বেশি কষ্ট রয়েছে তাদের মধ্যে, যারা একটি নির্ধারিত বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরেও চাকরি না পেয়ে বেকারত্বের জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২৫ থেকে ৪০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যাঁরা এখনও চাকরি পাননি, তাঁদের মানসিক কষ্ট চাকুরীজীবী লোকের থেকেও আরও বেশি।

বেকারত্বের জ্বালা এতটাই বেশি যে, মানুষ নিজেকে সর্বদা অন্যদের কাছ থেকে গুটিয়ে নেয়। পাশাপাশি এই অবস্থায় মানুষ নিজেকে সব থেকে ব্রাত্য বলেও মনে করেন।

চাকরি না পাওয়াটা একটা বয়সের পরে সমস্যা ঠিকই তবে, তার জন্য সব সময় ভেঙে পড়লে চলবে না। তবে যে পরিস্থিতিই হোক না কেন, সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

তার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। সেইগুলি বোঝা উচিত।

নিয়মগুলি হল—

স্ট্রেসের কারণটা জানার চেষ্টা করুন, চাকরি না পাওয়াটা যদি স্ট্রেসের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে কীভাবে এই সমস্যা কাটবে, সে নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বসে বসে ভাবলে শুধু চলবে না। সেই সঙ্গে নিজেকে প্রতিনিয়ত আসন্ন যুদ্ধের জন্য তৈরি করে যেতে হবে। প্রসঙ্গত, কী কারণে মানসিক চাপ হচ্ছে তা জেনে নেওয়া মানে ৫০ শতাংশ যুদ্ধ জিতে যাওয়া। বাকি ৫০ শতাংশ সমস্যাও দেখবেন ধীরে ধীরে মিটে যাবে। আর এমনটা তখনই সম্ভব হবে, যখন মন শক্ত করে নিজেকে তৈরি করতে থাকবেন। তবে সব সময় সফলতার পিছনে দৌড়লে চলবে না। নিজেকে এমনভাবে তৈরি করা উচিত যে সফলতা আপনার পিছনে ছুটবে। তবে অনেক সময়ে এইগুলিকে শুধু উপদেশ হিসাবে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের মনোভাবকে মনে প্রশয় দেওয়া ঠিক নয়। তাই কাজের ক্ষেত্রে আপনি হয়ে উঠুন নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। চাকরি পাওয়ার জন্য এবং চাকরি পাওয়ার পরেও এই ধরনের মনোভাব আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান থাকাটা জরুরি। যে বিষয়গুলি আপনার হাতে নেই তা নিয়ে ভাবাটা বোকামি। তাই তো সাইকোলজিস্টরা বলেন, স্ট্রেসের সময় যেটুকু নিজের হাতে আছে, সেটুকু কাজ মন দিয়ে করা উচিত। বাকিটা ভাগ্য বা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই চাকরি আপনি পাবেন কী পাবেন না, তা আপনার হাতে নেই। কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটা আপনার হাতে আছে। তাই সে কাজটা মন দিয়ে করুন। দেখবেন মানসিক চাপ কমে যাবে।

তবে কোনও পরিস্থিতিতেই নিজেকে একা করে রাখবেন না। অন্ধকারে থাকলেও মনটাকে অন্ধ করা চলবে না। সহজ কথায় মন খারাপকে ভালো করতে হবে। না হলে কোনও দিন স্ট্রেস থেকে বের হওয়া সম্ভব হবে না। আর কীভাবে করবেন এই কাজটি? খুব সহজ। যা যা করতে ভালো লাগে, তা করুন। দেখবেন নিমেষে মন ভালো হয়ে যাবে। অনেকেই যেমন মন খারাপ হলে দাবা খেলেন। এমনটা করলে নিমেষে মনের অন্ধকার কেটে যায়। আপনাদেরও হয়তো এমন কিছু পছন্দের বিষয় আছে। কেউ হয়তো দাবা খেলতে ভালবাসেন, কারও হয়তো বই পড়লে বা টিভি দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। যার যেটা ইচ্ছা তাই করুন। দেখবেন মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

মানসিক চাপ কমাতে যোগাভ্যাস খুব জরুরি একটি বিষয়। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে মানসিক চাপ যখন হাতের বাইরে চলে যায়, তখন জোরে জোরে শ্বাস নেওয়া উচিত। এমনটা করলে শরীর এবং মন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সেই সঙ্গে স্ট্রেসের কারণে হঠাৎ বেড়ে যাওয়া ব্লাড প্রেসারও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ফলে শরীরের মারাত্মক কোনও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

তবে খারাপ সময়ের অক্সিজেন হল বন্ধুরা। তাই ওদের হাত ভুলেও ছাড়বেন না যেন। যখনই মন খারাপ করবে বন্ধুদের সঙ্গে যতটা সম্ভব সময় কাটাবেন। দেখবেন উপকার মিলবে। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, মনের মানুষদের সঙ্গে সময় কাটালে কোনও ক্ষতি হওয়ার আগেই স্ট্রেস লেভেল কমতে শুরু করে। ফলে শরীরে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে।

কিছু করে দেখানোর ইচ্ছে থাকাটা জরুরি

(প্রথম পাতার পর)

কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করুন। সেইসঙ্গে পড়াশোনা ছাড়া আপনার যদি অন্য ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকে তাহলে সেই সংক্রান্ত সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে পারেন। সিভিতে আপনি আপনার সেই দক্ষতার উল্লেখও করতে পারেন। কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাতেও যদি কাজ করে থাকেন, তাহলে সেই কাজের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরুন। এই ধরনের কাজের উল্লেখ থাকলে কর্তৃপক্ষের আপনার সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে। কতটা সামাজিক সমস্যা মোকবিলার ক্ষমতা আপনার মধ্যে আছে সেটাও বোঝা সম্ভব হবে। কারণ দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতা আপনার মধ্যে রয়েছে। সেই সঙ্গে আপনার মধ্যে যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে, তা-ও কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরুন। এই নেতিবাচক পরিস্থিতিকে ইতিবাচক করে তোলার ক্ষেত্রে যে দক্ষতার প্রয়োজন তার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই উদ্ভাবনী ক্ষমতা। প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলির সঙ্গে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারলে আপনিও আপনার স্বপ্নের কেরিয়ার তৈরি করতে পারবেন।

যুগশঙ্খ SUPPLI | পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: বিপ্লব রায় | 'target@কেরিয়ার' ক্রোড়পত্রটি আপনাদের কেমন লাগছে jugasankha.suppli@gmail.com আইডি-তে মেল করে জানান।